পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত তারাশঙ্করের
গণদেবতা
ইস্টম্যানকলার
স্বর্ণকমল বিজয়ী তরুণ মজুমদারের শ্রেষ্ঠ ছবি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ প্রযোজিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে

গণদেবতা

পরিচালনা
তরুণ মজুমদার

সুরসৃষ্টি
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য
রাজেন তরফদার
তরুণ মজুমদার

গীতরচনা :

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় । মুকুল দত্ত । গঙ্গাচরণ সরকার । তরুণ মজুমদার

আলোকচিত্র ঃ শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় । সম্পাদনা ঃ রমেশ যোশী । শিল্পনির্দেশনা ঃ রবি চট্টোপাধ্যায় শব্দগ্রহণ ঃ অনিল দাশগুপ্ত . জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় . অমূল্য দাশ । নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে ঃ মান্না দে আরতি মুখোপাধ্যায় . শিপ্রা বসু . হেমন্ত মুখোপাধ্যায় । একক সরোদ বাদনে ঃ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ মঙ্গেশ দেশাই । কর্মাধ্যক্ষ ঃ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় । কর্মসচিব ঃ নিখিল সেনগুপ্ত । রূপসজ্জা ঃ গোপাল হালদার . গৌর দাস । নৃত্যনির্দেশনা ঃ শম্ভু ভট্টাচার্য সাজসজ্জা ঃ পুলিন কয়াল . অজিত দাস . সিনে ড্রেস । স্থিরচিত্র ঃ ধীরেন দেব । স্থিরচিত্র সহায়তা ঃ অর্ধেন্দু রায় । আঞ্চলিক সংলাপ তত্ত্বাবধানে ঃ অর্ণব মজুমদার । সম্পাদনা সহায়তা ঃ শক্তিপদ রায় শিল্প নির্দেশনা সহায়তা ঃ সুরেশ চন্দ্র চন্দ্র । ব্যবস্থাপনা সহায়তা ঃ সুনীল ঘোষ . শান্তি চট্টোপাধ্যায় অর্ণব মজুমদার । অফিস সংগঠক ঃ গৌর রায় । সহকারী আলোকচিত্র শিল্পী ঃ দেবেন্দ্র দে আলোক সম্পাত ঃ প্রভাস ভট্টাচার্য্য . ভবরঞ্জন দাস . সুনীল শর্মা . দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় . নারায়ণ চক্রবর্ত্তী . খাদু পাত্র . হংসরাজ . কাশী কাহার . তারাপদ মান্না . রামদাস কাহার . কিশোর ভট্টাচার্য

প্রচার কার্য্যে ঃ ও, সি, গাঙ্গুলী । সমর গাঙ্গুলী । শিশির কর্মকার । গোরা রায়
প্রচার পরিকল্পনা ঃ পিন্টু দত্ত । সহকারী ঃ মদন ব্যানার্জী

ইস্টম্যানকালার । আনন্দ চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত । জেমিনী কালার ল্যাবরেটারী (মাদ্রাজ) ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

সহকারী :

পরিচালনা ঃ ধ্রুব রায় চৌধুরী . শ্রীনিবাস চক্রবর্ত্তী . অর্ধেন্দু রায় । বিশেষ সহকারী ঃ শ্যামল ঘোষ সুরসৃষ্টি ঃ সমরেশ রায় . বেলা মুখোপাধ্যায় . পরিমল সেন . অজিত চট্টোপাধ্যায় । সম্পাদনা ঃ দেবল মহলানবীশ । আলোকচিত্র ঃ বউরি বন্ধু জানা । রূপসজ্জা ঃ শম্ভু দাস । শব্দগ্রহণ ঃ বাবাজী শ্যামল । ব্যবস্থপনা ঃ জগদীশ মজুমদার . গোপাল দাস . যাদব নন্দন বেহরা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

বীরভূম জেলার খণ্ডগ্রাম । ধরমপুর । ইলামবাজার । বর্ধমান জেলার সাতকহানীয়া ও হেঁদেগোড়ী গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ । ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য । সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । ডাঃ শুভেন্দু শেখর মুখোপাধ্যায় । রেবতীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী । মাধবরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (হেতমপুর) । অরুণ চৌধুরী । ধূর্জটি কুমার ঘোষ । রঞ্জিতকুমার ঘোষ । বিশ্বনাথ ঘোষ । শান্তি চট্টোপাধ্যায় । ধীরেন দাস । কমল সেন সুকুমাররঞ্জন রায় । চণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (হেতমপুর) । পান্ডু নাগ । গৌর দাস । জেলা-শাসক-বীরভূম । জেলা-শাসক-বর্ধমান । অজিতকুমার ঘোষ । ভোলানাথ ঘোষ । পুলিশ কমিশনার, কলকাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষ, বীরভূম । পুলিশ কর্তৃপক্ষ, বর্ধমান । ইয়ুথ সার্ভিসেস, পশ্চিমবঙ্গ । জেলা পরিষদ, বীরভূম । চীফ ইঞ্জিনিয়ার, পি, ডব্লুউ (রোডস্) পশ্চিমবঙ্গ । সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পি, ডব্লুউ (রোডস্) । একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার, পি. ডব্লুউ (রোডস্) বীরভূম । একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার, পি. ডব্লুডি বীরভূম । ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, সিঁউড়ি বীরভূম দে জুয়েলার্স । ইম্পিরিয়াল নার্শারী । এন, সি, দাঁ এণ্ড সন্স

কাহিনী

শিবকালীপুরের চণ্ডীমণ্ডপে, পঞ্চায়েতের মজলিশে, রীতিমতো একটা ঝড় তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেল অনিরুদ্ধ আর গিরীশ । থ' হয়ে গেল গাঁয়ের লোক । কামার-ছুতোরের এতবড় আস্পদ্দা ! বলে কিনা, আদিকালের নিয়ম মতো শুধু ধানের বদলে সম্বচ্ছর গাঁয়ের লোকের কাজ করে দেওয়া আর তাদের সম্ভব নয় ! বেশ করেছে, গাঁয়ের দোকান তুলে দিয়ে তারা নদীর ওপারে শহরটাতে গিয়ে দোকান বসিয়েছে ! বলে কি না, এখন থেকে চাই নগদ পয়সা !

নগদ পয়সা ! ·· কথাটা মন্ত্রের মতো পেয়ে বসল গাঁয়ের খেটে-খাওয়া মানুষগুলোকে । তারাও সুরে সুর মিলিয়ে বললে, ধান নয়—ঠাই নগদ পয়সা । শুনে, পঞ্চায়েতের হালের মোড়ল ছিরু (ওরফে শ্রীহরি পাল) 'ছোটলোক'দের এই ধৃষ্টতার জবাব দিল রাতের অন্ধকারে—অনিরুদ্ধর ফলন্ত মাঠের ধান নিঃশেষে কেটে নিয়ে । পুলিশ এল বটে, কিন্তু পুলিশ – বশীকরণের কয়দা ছিরু কি আর জানে না ? ছিরুর নজর অনিরুদ্ধের বাঁজা-বৌ পদ্মর ওপর । অন্যদিকে তার নিয়মিত নৈশ-অভিযান গাঁয়ের হরিজন পল্লীতে—পাতু-বায়েনের বোন দুর্গা ঘরে, ভাগদোষে যে আজ স্বৈরিনী । পাতু প্রতিবাদ করতে ছিরু জবাব দেয় চাবুকের মুখে,—এবং, পরে আগুনের মুখে—চুপিসাড়ে হরিজন পল্লীটাকে পুড়িয়ে সাফ করে দিয়ে ।

গাঁয়ের পাঠশালার আদর্শবান পণ্ডিত দেবু ঘোষ ছিরুর স্বরূপ জানে । তবুও সে ক্ষমা করতে পারে না বাল্যবন্ধু অনিরুদ্ধকে—যে পঞ্চায়েতের নির্দেশ অমান্য করে চলে গেছে । পূর্ব-পুরুষ প্রতিষ্ঠিত এই চণ্ডীমণ্ডপ দেবুর কাছে পীঠস্থানের চেয়েও পবিত্র । তাই নবান্নের দিন, গাঁয়ের বৌ-ঝিদের ভিড়ে পদ্মকেও চণ্ডীমণ্ডপে পুজো দিতে দেখে রূঢ়ভাবে ফিরিয়ে দেয় দেবু । বলে অনিরুদ্ধ ক্ষমা না চাইলে পদ্মর পুজো নেওয়া হবে না । কাঁদতে কাঁদতে চলে যায় পদ্ম । দেবু পরে নিজের ভুল বুঝতে পারে । স্বামীর অপরাধে স্ত্রীকে দণ্ড দেওয়া যে অন্যায়—একথা বুঝিয়ে বলে দুর্গা । দেবু পদ্মর কাছে ক্ষমা চায় ।

এমন সময় গাঁয়ে এল নতুন জিনিস—'খানাপুরী' । অর্থাৎ ইংরেজ শাসকদের নির্দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রত্যেক গৃহস্থের জমির মাপ জোক । বলে দেওয়া হল, কার কতোটুকুতে অধিকার । দেখা গেল, অনেক গরীবের জমির হদিশ নেই । সব গিয়ে ঢুকেছে বড়লোকদের গর্ভে । সরকারী অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলে রাজদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেপ্তার হল দেবু । বিচার—দেড় বছর জেল !

কাহিনী

এই দেড় বছর অনেক কিছুই দেখল শিবকালীপুর। দেখল, পয়সার জোরে কঙ্কনার জমিদারবাবুকে হাত করে কেমন করে ছিরু পাল হয়ে দাঁড়াল ছিরু গোমস্তা—গাঁয়ের গরীব-গুর্বোদের হাতে-মাথা-কাটা রাজা। দেখল, অনিরুদ্ধর পতন—রূপসী দুর্গার আকর্ষণে। আর দেখল নতুন এক যুবককে—নাম যতীন—বিপ্লবী আদর্শের অপরাধে ইংরেজ সরকার যাকে বন্দী করে চালান করেছে সুদূর এই গ্রামে—পুলিশের নজরবন্দী হিসেবে। পদ্মর বাড়িতেই ভাড়াটে হয়ে আসে যতীন,—সন্তানহীনা পদ্মকে 'মা-মণি' বলে ডাকে। অস্পৃশ্যা দুর্গাকেও দিনের আলোতে ছুঁতে সে ভয় পায় না। কারণ, জাত-পাতে তার বিশ্বাস নেই! তারই পরামর্শে গাঁয়ে তৈরী হয় 'প্রজা সমিতি'।

জেল থেকে ফিরে দেবু এসব দেখে অবাক। [illegible] অবাক হয় চণ্ডীমণ্ডপের হাল দেখে। এই দেড় বছরে চণ্ডীমণ্ডপকে গ্রাস করেছে ছিরু গোমস্তা। এখন সেটা তার কাছারী,—গাঁয়ের মানুষেদের সেখানে আর কোন অধিকার নেই।

সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হয় দেবু। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে খবর আসছে প্রজা-আন্দোলনের,—প্রজা-ধর্মঘটের। দেবুর ঘরে অভাব, খিদের জ্বালা। তা হোক্, তবু সে থামবে না।

সংগীত

এক

ভোর হইল জগত জাগিল
চেতনে চাহিল নারীনর
মধুর তালে বিভুর গানে
বিহঙ্গমকুল ছাড়ে স্বর।
উদিত গগনে লোহিত বরণে
তিমির নাসন দিবাকর
আলোকে হাসিছে পুলকে ভাসিছে
নিখিলনাথের চরাচর।

মাঠেতে রাখাল গোঠেতে গোপাল
শ্যামলে ধবলে মনোহর
বেনুর বাদনে ধেনুর চারণে
শ্রবণ নয়ন তৃপ্তিকর।
লতার উদরে পাতার ভিতরে
সাদা সাদা ফুল কি সুন্দর
বায়ুর তাড়নে প্রভুর চরণে
প্রণিপাত করে ভক্তিভর।
সরসী শোভিনী রূপসী নলিনী
পরশি কোমল রবিকর
ত্যাজিল শয়ন তুলিল বয়ন
ঝরিছে নয়ন ঝরঝর।

জাগিল পাখি জাগিল শাগী
হেরিল লতারে হৃদিপর
বনের লতা মনের কথা
বলিছে কাঁপিছে থরথর।
ঘাসের ফলায় গাছের পাতায়
মতি ছড়াছড়ি অজস্বর
প্রতুল ঐশ্বর্য্য অতুল আশ্বর্য্য
এ রাজ্যেরই যোগ্য রাজ্যেশ্বর।

দুই

দুর্গা : ওলো সই দেখে যা রে দেখে যা
মরদ আমার নাগর বনেচে
আমায় মাথায় তুলেচে।

অনিরুদ্ধ : (কথা) অমন করে গাস্‌নে দুগ্‌গা,
আমার গাইতে সাধ হচ্ছে।

দুর্গা : (কথা) কে মানা কচ্ছে?
গা না-গা।
গাইতে পাল্লে গা কেনে।

অনিরুদ্ধ : ওলো সই দেখে যারে দেখে যা
ডাগর নয়ন ছোবল মেরেছে
বিষ মাথায় উঠেছে।

দুর্গা : মিঠার মধ্যে মিঠা রে ভাই
মিঠা পানের পাতা।

অনিরুদ্ধ : তার অধিক মিঠা
তোমার রাঙা ঠোঁটের কথা

দুর্গা : পরপুরুষের পীরিতি যে
আরও মিঠা হে
প্রাণ রসে মজেচে

অনিরুদ্ধ : ওলো সই দেখে যা রে দেখে যা
রসে পরাণ নাইতে লেগেচে
আমায় ভাসিয়ে নিয়েচে।
(কথা) দুগ্‌গারে! অ দুগ্‌গা!

দুর্গা : (কথা) অঁ?

অনিরুদ্ধ : (কথা) ধুক্ ধুকুনি বুঝিস?

দুর্গা : (কথা) কি?

অনিরুদ্ধ : ধুক্ ধুকুনি। বুকের ভেতরটা
যেন হাপরের মতো
হুশ্ হুশ্ হুশ্ হুশ্ করে
খালি ধুক্ পুক্ ধুক্ পুক্ কচ্ছে।
কেনে বল দিকি?

দুর্গা : সব্বনেশে মাস যে নাগর
ভরা বাদর মাস হে
ভরা দেহের কানায় কানায়
আরো সব্বনাশ হে।

অনিরুদ্ধ : তারও বেশী সব্বনাশী
ভালোবাসা হে,
আমায় ফাঁদে ফেলেচে

দুর্গা : ওলো সই দেখে যা রে দেখে যা
জংলা পাখী পোষ মেনেছে—
পাখির বোল ফুটেচে।

তিন

এখন পীরিতির পরিণাম এতোদিনে বুঝিলাম
ভিখারী সাজিলাম ছিল কপালে পাগল।
পাগল হইয়ে বন্ধু আমায় বানাইলে পাগল ॥

চার

এসো পৌষ সোনার পোষ এসো আমার ঘরে
বসো আমার মা লক্ষ্মী এঘর আলো করে
আয় জননীর পা ধোয়াই
চুল দিয়ে আয় পা মোছাই
জননীকে দিই সাজায়ে আলতা সিঁদুরে।
ঢেঁকুস্ কুস্ ঢেঁকুস্ কুস্ তুলবে ঢেকি বোল রে
কানায় কানায় উঠবে ভরে
লক্ষ্মী মায়ের কোলরে।
যেয়ো না যেয়ো না পোষ যেয়ো না ঘর ছেড়ে
পিঠে ভাতে সুখে রাখো সোয়ামী পুত্তুরে।
সীমেয় ধান মেলে লো ঐ কদমের তলে রে
লক্ষ্মী মায়ের কৃপাতে ক্ষেতে সোনা ফলে রে।
গাছের শোভা তুলসী গাছ পাতার শোভা পান
ঘরের শোভা আঁচিল-পাঁচিল
ক্ষেতের শোভা ধান।

পাঁচ

শোন রে বলি শোন রে বলি শোন হে সুজন
তোর জীবন রাধা মর্মটি বাঁশি মরণ বৃন্দাবন।
নিশির ডাকে হারালিরে গহিন আঁধারে
পাখির ডাকে আসলি ফিরে আবার নিজের ঘরে
ঘুমের নেশায় দেখলি নারে
তোর আঙিনায় কখন আসর পাতল হে ফাগুন।
সময় যখন ফুরাবে রে বেচা কেনার হাটে
নিজের কথা ভেবে ভেবে ফিরবি নিজের ঘাটে
তখন বুঝবি না তুই কেন ওরে
তুলসী তলায় রেখে মাথা কাঁদতে করে মন

ছয়

ভাল ছিল শিশুবেলা	সোহাগের সুধা এমন
যৈবন কেনে আসিল ?	গরল হবে বুঝিনি
রাঙা ফুল ফুটলো ডালে	বোঝা তো গেল না
ভোমরা ক্যানে জুটিল ?	প্রাণ হাসিল কি কাঁদিল।
সকলেই আড় নয়ানে	বেলোয়ারী কাঁচের চুড়ি
ক্যানে সই নজর হানে	নরম হাতে ভাঙিল
জানিনা অঙ্গে আমার	সরম গেল রসাতলে
পুরুষে কি দেখিল।	আর না কিছু থাকিল
ধিতাং ধিতাং বোলে	ভাঙা কাঁচ টুকরো হয়ে
পরাণ ক্যানে নাচিল ?	বুকে বিঁধে রহিল।
কপালে এতো ছিল	ভাল ছিল শিশুবেলা
কোন দিনও ভাবিনি	যৈবন ক্যানে আসিল ?

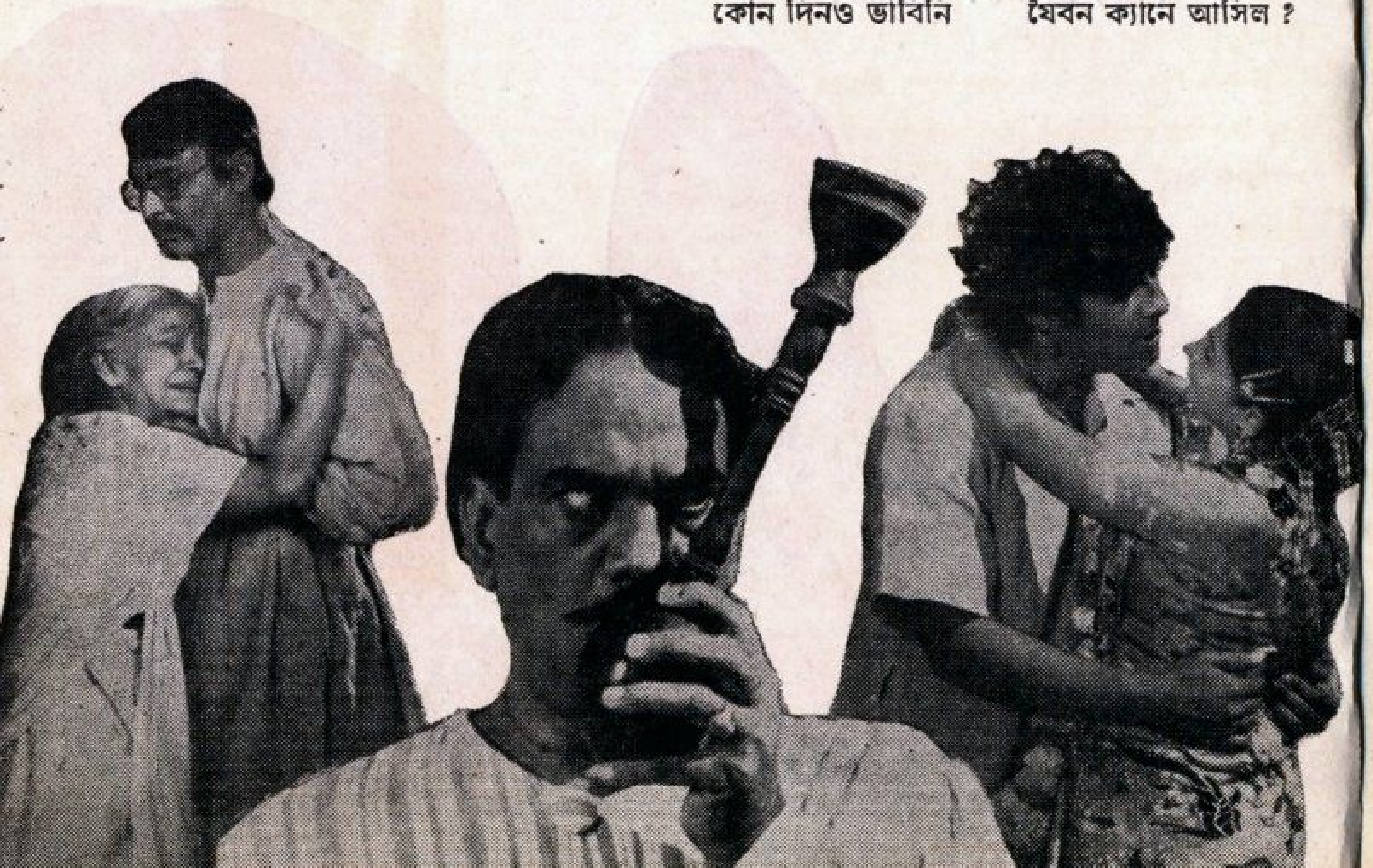

সাত

এক ঘেঁচু তার সাত বেটা
শিব শিব রাম রাম
সাত বেটা তার সাতান্ত
শিব শিব রাম রাম
এক বেট তার মহান্ত
শিব শিব রাম রাম
মহান্ত ভাইরে
শিব শিব রাম রাম
ফুল তুলতে যাইরে
শিব শিব রাম রাম
যত ফুল পাইবে
শিব শিব রাম রাম
আমার ঘেটুকে সাজাইরে
শিব শিব রাম রাম
দেশে আসিল জরীপ
রাজা-পেজা ছেলে বুড়োর বুক ঢিপ্ ঢিপ্
দেশে আসিল জরীপ।
পিওন এলো আমিন এলো, এলো কানুন গো
এই বুড়োশিবের দরবারে মানত মানুন গো
বুঝি আর মান থাকে না।
হাকিম এলো ঘোড়ায় চড়ে, সঙ্গেতে পেশকার
ওরে আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হলো দেশটার
বুঝি আর মান থাকে না।
তাঁবু এলো, চেয়ার এলো, কাপড় গাড়ি গাড়ি
নোহারই ছেকল এলো চল্লিশ মন ভারী
ক্ষেতে বুঝি ধান থাকে না।
কুঁচ বরণ রাঙা চোখ তারার মতো ঘোরে
দম্ভ কড়মড়ি হাঁকে 'এই উল্লুক ওরে
কালিতে মাটি ফাটে না।
পণ্ডিত মশাই দেবু ঘোষ তেজীয়ান বিদ্বান
জানের চেয়ে তার কাছে বেশী হল মান
ও সে আর সইতে পারে না।
কানুনগো কহিল তুই সে করে তুকারি
আমার কাছে খাটবে না তোর কোন জারি জুরি
দেবু কারো ধার ধারে না।
দেবু ঘোষের পাকা ধানে ছেকল চল্লিশ মন
টেনে নিয়ে চলে আমিন ঝন ঝন ঝন ঝন
ও সে কারো মানা মানে না।
দেবু ঘোষে বাঁধলো এসে পুলিশ দারোগা
বলে, কানুনগোর কাছে হাত জোর করো গা
দেবু ঘোষ হেসে বলে না না না।

থাকিল পিছনে পড়ে সোনার বরণ নারী
নারীর পুতলীশিশু ধুলায় গড়াগড়ি
তবু ঘোষের মন টলে না।
ফুলের মালা গলায় দিয়ে ঘোষ চলেন জেলে
অধম তারিনী লুটায় তাঁহার চরণ তলে
দেবতা নৈলে হায় এ কাজ কেউ পারে না।

আট

লাথি খেয়ে আর কতো দিন মরবি তোরা ?
একবার রুখে দাঁড়া ! একবার রুখে দাঁড়া !
শোন শোন শোন ঐ ভৈরব ডমরু বাজায়
শেকল ভেঙ্গে আয়রে সবে আয় এগিয়ে আয়
চেয়ে দেখ আসছে সময়
সুদিনের হচ্ছে উদয়
এইবার জোট বেঁধে আয় ওদের তাড়া।
ভুলিস কেনরে ভাই
মানুষের মধ্যে আছে ভগবান
তারে কোন সাহসে করিস তোরা অপমান
শেষ হোক সব অনাচার
শুরু হোক কালের বিচার
কিছুতেই কেউ যেন আর পায় না ছাড়া।

নয়

কপাল মন্দ হলে
লোকে মন্দ বলে
সম্বন্ধ রাখে না সহোদর ভাই—

শ্রেষ্ঠাংশে :

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় । সন্ধ্যা রায় । মাধবী চক্রবর্তী । সমিত ভঞ্জ
সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় । অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুপকুমার দাস । দেবরাজ রায় । সন্তু মুখোপাধ্যায় । পূর্ণিমা দেবী । রবি ঘোষ । সন্তোষ দত্ত তপেন চট্টোপাধ্যায় । গোবিন্দ রায় । নিমু ভৌমিক । নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত । শ্রীমান কাঞ্চন । অসীম চক্রবর্তী । তরুণ মিত্র । মিহির চট্টোপাধ্যায় । মন্মথ মুখোপাধ্যায় । মনু মুখোপাধ্যায় । বিমল দেব গীতা কর্মকার । চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় । আলপনা গুপ্তা । শান্তা দেবী । মায়া রায় । শান্তি চট্টোপাধ্যায় রমেশ মুখোপাধ্যায় । শশাঙ্ক ভট্টাচার্য । গোবিন্দ চক্রবর্তী । মণি শ্রীমানী । ॰অরুণ রায় । শম্ভু ভট্টাচার্য আলোকেন্দ্র দে । ভূদেব চৌধুরী । বলাই দাস । শ্রীমান জমিদার । শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য । সমীর মুখোপাধ্যায় । অসীম মুখোপাধ্যায় । জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় । অর্ণব মজুমদার । মৃণাল মুখোপাধ্যায় ॰ব্যোমকেশ সেন । বিভূপদ সমাজপতি (অতিথি) । জীবন গুহ । কে. জাহিরুদ্দিন । অমিয় দত্ত (অতিথি) । দেবদাস ঘটক । ষষ্ঠীদাস ঘটক । শ্যামল ঘোষ । দীপু ঘোষ । শরৎ গড়াই । জ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায় । গামা বন্দ্যোপাধ্যায় । হারাধন বসু । পরিমল চৌধুরী । বৈদ্যনাথ ঘোষ । শচীন চক্রবর্তী লক্ষ্মী অধিকারী । সতু মজুমদার । দুলাল সাহা । ইন্দুলেখা দেবী । অনামিকা সাহা । স্বপ্না । কৃষ্ণা গাঙ্গুলী । ইরা রায় । শুক্লা সাহা । গীতা মৈত্র । শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় । দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় । শেখর মজুমদার । রাজু ঠাকুর । নির্মল সরকার । কাতিক স্বর্ণকার । খোকন বসু । ফকিরদাস কুমার
বীরেন দাশগুপ্ত । সুকুমার মজুমদার । সুনীল মাঝি ও আরো বহু শিল্পী

: একমাত্র পরিবেশক :
দীনেশ চিত্রম
৮৭, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৪-৬২৮৪

মুদ্রক । এসডি প্রিন্টার্স । কলকাতা ছয়

Government of West Bengal Presents:

Tarashankar's

GANADEVATA (Eastman Color)

BACKDROP

'Ganadevata' - a word of Sanskrit origin which has no equivalent in English vocabulary. Taken figuratively it stands for 'The People'. It is a story of a civilisation, a culture and a commune mirroring the genesis, growth, development and decadence of the socio-economic structure of the community life in India.

'Chandimandap'- the community centre, rather the 'Temple Pavilion' in the village which was the nerve centre of the community life obeisance to and sanctity of which was above everything to the people. Representatives of the different caste and creed that made the society then were the component parts of the community wheel which regulated life and living in the commune.

S T O R Y

Aniruddha, the placksmith and girish, the carpenter defy the age-old custom of serving the villagers on barter and are lured away by the aura of liquid cash to a nearby town where they shift their shops. The villagers are helpless in the matter and the village council meeting at the 'Temple Pavilion' denounce their action vehemently. But they stage a walk-out thus triggering off a chain reaction amongst others snow-balling the demand for cash payments.

In the bargain, Aniruddha has his paddy crops stealthily destroyed by Chhiru, the evil-hearted head of the village council. Chhiru, a roamer of the dark alleys of life, nurses a strong lust for Padma, Aniruddha's wife, though his affair with Durga, a girl of easy virtues from the untouchable community in the village is an open secret.

Debu, the much respected village teacher and a boy-hood friend of Aniruddha has to condemn Ani for his selfishness as Debu himself has more bindings with the village council due to his loyalty to traditional values and he does not hesitate to object to Padma's offering prayers in the 'Temple Pavilion' along with other village women on the day of 'Navanna' (Harvest festival).

Distrust and disharmony slowly reaches the crescendo in 1926 as the entire rural Bengal reels under the severe impact of land demarcation and survey settlement introduced by the British Rulers. Many poor villagers are mercilessly deprived of their lands and an arrogant officer adds insult to injury. As Debu protests, he is promptly arrested and sent to the jail for eighteen months.

Meanwhile the village changes. Chhiru prospers to become the 'Gomastha' (rent collector) of the local Zemindar. Aniruddha falls for Durga and ignores his family. Jatin, a young revolutionary, brought as a political detenue to the village, brings with him a new awakening among the villagers, who form their own organisation 'Praja Samity'

On his return, Debu notices all these changes, but the one that shocks him most is the conversion of the 'Temple Pavilion' into a device with which Chhiru satisfies his vested interests. The public platform has turned to be a weapon of the evil.

Debu decides to stand by the people in their fight for the humane rights.

Direction
TARUN MAZUMDAR

Music
HEMANTA MUKHERJEE

'A DINESH CHITRAM Release'

গত ২৬ বছরের
শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র
শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী
দুটি
জাতীয় পুরস্কারে
প্রাপ্ত
বাংলার গৌরব
তারাশঙ্করের
গনদেবতা
শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী
মাঃ কাঞ্চন